# ধর্মে আছো জিরাফেও আছো

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

# হলুদ বাড়ি

মাঠের ধারে গড়েছে মিস্তিরি
হলুদবাড়ি, সামান্য তার উঠান
ইটের পাঁচিল জাফরি-কাটা সিঁড়ি
এই সমস্ত—গড়েছে মিস্তিরি।

বাড়ির ওপর তার যে ছিলো কী টান
মুখের মতো রাখতো পরিপাটি
যাতে বিফল বলে না, বিচ্ছিরি
কিংবা শূন্য সম্মেলনের ঘাঁটি।

মাঠের ধারে গড়েছে মিস্তিরি
হলুদবাড়ি—যেখানে মেঘ করে
এবং দোলে জাফরি-কাটা সিঁড়ি
ভাগ্যবিহীন, তুচ্ছ আড়ম্বরে।

BANGLADARSHAN.COM

হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যাবেলা সড়ক
কাঁপিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো দক্ষিণে
দৌড়ে এলো মজা দেখার মড়ক
নিলেন তিনি সকল অর্থে কিনে।

লোকালয়ের বাহির দিয়ে সিঁড়ি
বদল ক'রে, দিলো না মিস্তিরি!

# বাগানে কি ধরে ছিলে হাত?

যবে হাত ধরেছিলে হাতে
এ-প্রাণ ভরেছে অকস্মাতে
সকল বিস্ময়
তখনই তো ধ্বংসের সময়
তখনই তো নির্মাণের জয়।

‘তোমার হাতের মাঝে আছে পর্যটন–’
একথা কি খুশি করে মন?
একথা কি দেশ ঘুরে আসে
স্মরণীয় বসন্তবাতাসে!

এবার হলো না তবু ছুটি
দুলে ওঠে মোরগের ঝুঁটি
বেলা গেলো–বুকে রক্তপাত

বাগানে কি ধরেছিল হাত
বাগানে কি ধরেছিলে হাত?

BANGLADARSHAN.COM

# স্বর্ণচাঁপার ঘর

পিছে রয়ে গেলো ঘরবাড়ি লণ্ঠন
স্বর্ণচাঁপার গাছ
উদাসিনী, বলো পথে-অনন্যমন
আছে কি তীরন্দাজ?

অগভীর রাত—এখনো হয় নি দূর
জাগরণ চোখ থেকে
বুকের ভিতরে অচল সুমুদ্দুর
স্বগৃহে নিলো ডেকে।

উদাসিনী, অভিনিবিষ্ট এই রাতে
জ্যোৎস্নায় দিক্-দেশ
ভেসে গেছে, যাহা ভেবেছিলে সন্ধ্যাতে
সব ভাবনার শেষ।

দেখেছিলে তাকে কোন্ সে-রাসের মেলা
গঞ্জে—ব্রিজের তলে
আজ সেই চোরালণ্ঠন করে খেলা
স্পষ্ট ভাষায় বলে:

‘ভালোবেসেছিলে তুমি যাকে, সে তো নেই
এ-নতুন কারিগর—’
হঠাৎ হারায় তোমার পথের খেই
স্বর্ণচাঁপার ঘর॥

BANGLADARSHAN.COM

# ভেবেছিলাম

ইষ্টিশান নতুন–রেলগাড়ি
ভেবেছিলাম শূন্যে দেবো পাড়ি
হঠাৎ এসে বল্লে–তুমি যাবে।

‘বিদেশ–বিভুঁই, কেউ কি জানে ঘর?’
শুধোই, যাতে শূন্যে অতঃপর
তোমাকে স্পর্শাবে

ভয়ের থরোথরো কনকরাঙা
তুমি আমার চুম্বনে আধ-ভাঙা
পারদে, কিংখাবে

ইষ্টিশান নতুন–রেলগাড়ি
ভেবেছিলাম শূন্যে দেবো পাড়ি
হঠাৎ এসে বল্লে–তুমি যাবে!

BANGLADARSHAN.COM

# তোমার পথ কি আমার পথেই পড়ে?

যবে কাছে পাই সমুদ্র হলে পার
সে থাকে সুদূর মনে
ঘাটে বসে করি ব্যর্থ-সফলতার
তুলনা সংগোপনে

ততোধিক জ্বলে নির্জন সন্ধ্যায়
ফসফরাসের সিঁড়ি
যমুনা-ব্রিজের তলের মরীচিকায়
দেখেছিলে হারাকিরি

তবু প্রাণ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণে
অখণ্ড এলোচুল
আমার মন কি ছুটেছে বর্ধমানে
সিগন্যাল-অনুকূল?

BANGLADARSHAN.COM

ভ্রাম্যমাণের অন্তরে বাঘ্রা নড়ে
প্রয়োজনহীনতার
তোমার পথ কি আমার পথেই পড়ে
প্রিয়তমা বারেবার?

# প্রিয়তমা, শুকতারা

প্রিয়তমা, ফুল তুলেছো শ্রাবণরাতে
এমনি বাত্যাহত
থরোথরো করে অন্তর তারই সাথে
প্রতিধ্বনির মতো

ধুলোমাখা মুখে বাতাস লেগেছে ভারি
আমায় নির্বাসনে
যেতে হবে অতি সত্বর–আড়াআড়ি
সমুদ্রে–দক্ষিণে

প্রিয়তমা, শুকতারা হলো চঞ্চল
মেঘে ঢাকে বারবার
আকাশ ভ'রে কি শ্রাবণ মেশানো জল
তোমারি যোগ্যতার?

BANGLADARSHAN.COM

# এই গ্রাম পর্বতে

এই গ্রাম পর্বতে বাঁধানো
এখানে তাহাকে ডেকে আনো
স্তব্ধ ক’রে রাখো যাহা থাকে
চৈত্রের সম্বার শুধু ডাকে
‘কাছে আয় মিলনপিয়াসী–’
চকিত রাখাল তোলে বাঁশি
এই গ্রাম পর্বতে বাঁধানো
এখানে তাহাকে ডেকে আনো।

মুক্তির চাঞ্চল্য ছিল তার
ভ্রূ-ভঙ্গিতে রহস্যের ভার
ওষ্ঠে তার ছিলো না বন্ধনী
সে ছিলো আরক্ত সন্ধ্যামণি
যতোবার দিয়েছি প্রণতি
আমারই হয়েছে শুধু ক্ষতি
এই গ্রাম পর্বতে বাঁধানো
এখানে তাহাকে ডেকে আনো॥

BANGLADARSHAN.COM

# আমি স্বেচ্ছাচারী

তীরে কি প্রচণ্ড কলরব
‘জলে ভেসে যায় কার শব
কোথা ছিলো বাড়ি?’
রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়–‘আমি স্বেচ্ছাচারী।’

সমুদ্র কি জীবিত ও মৃতে
এ ভাবে সম্পূর্ণ অতর্কিতে
সমাদরণীয়?
কে জানে গরল কি না প্রকৃত পানীয়
অমৃতই বিষ!
মেধার ভিতর শ্রান্তি বাড়ে অহর্নিশ।

তীরে কি প্রচণ্ড কলরব
‘জলে ভেসে যায় কার শব
কোথা ছিলো বাড়ি?’
রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়–‘আমি স্বেচ্ছাচারী।’

BANGLADARSHAN.COM

# অন্ধকারে

অন্ধকারে বেজে ওঠে–‘যাই’
চেয়ে দেখি–কেহ কোথা নাই
দেওদার-সড়কে
এ-নিশুতি রাতে গাড়ি ঢোকে

শুকতারা পুবে
আমারই অস্তিত্ব যেন আছে মেঘে ডুবে
গাড়ি থেকে তার
লুণ্ঠন সমাপ্ত হ’লে রক্তমাখা হাড়
এসে পড়ে

বহুদিন ছিলাম না ঘরে
দুয়ার জানালা খোলা নাই
তুমি এসেছিলে–চিহ্ন পাই
প্রিয়, পথ জুড়ে

BANGLADARSHAN.COM

অন্ধকারে বেজে ওঠে–‘যাই’
চেয়ে দেখি–কেহ কোথা নাই
তৃণে ও অঙ্কুরে॥

# তুমি কি আমারো চেয়ে বড়ো?

ভোর রাতে বেজেছে সানাই
শূন্য ঘর–অপসৃয়মান
আঁধারে চাঁদের স্পর্শ পাই
এলে কি অঘ্রান?

সারারাত নিরন্তর হাসি
স্বপ্নে-জাগরণে–
আমায় বলেছে–‘ভালোবাসি’
ব্যর্থ, মনে মনে।

জন্মদিনে নিমন্ত্রণ পাই
যেন উপহার করি জড়ো
ভোর রাতে বেজেছে সানাই
‘তুমি কি আমারো চেয়ে বড়ো?’

BANGLADARSHAN.COM

# জুলেখা ডব্‌সন

ছিলো অনেক রাজার বাড়ি চকমিলানো হাজার গাড়ি
এবং হ্রদে সোনালি অগণন
হাঁসের দল দোলায় পাখা তবু তোমার সঙ্গে থাকা
চমৎকার জুলেখা ডব্‌সন।
ঈশানকোণে অমনোযোগে মেঘের ঝুঁটি ধরেছে রোগে
দুম্‌ড়ে পড়ে প্রবলা শালবন
চাঁদ উঠেছে অন্তরীক্ষে মনোস্থাপন করি ভিক্ষে
তোমার জন্য জুলেখা ডব্‌সন॥

BANGLADARSHAN.COM

# বাঁধের উপর চাঁদ উঠেছে

বাঁধের উপর উঠেছে চাঁদ সন্ধ্যাবেলা
পাহাড়তলি—গাঁয়ের মেলা
দূরের পথিক
আমায় আবার নূতন করে চিনিয়ে দিক
সবার বাড়ি
মেলা কি আজ তাড়াতাড়ি
ভাঙলো গাঁয়ে
বরবধূ কি উঠলো ময়ূরপঙ্খী নায়ে?
‘তোমরা যাবে তাঁতি-হাটে?’
সেখানে দিনরাত্রি কাটে
ভালোবাসায়
মানুষজনকে শেখানো যায়
ব্যর্থ না প্রাণ
সবার জন্য দরজা খোলা—উৎসব ও গান॥

BANGLADARSHAN.COM

# আমি কেবলই বাতাপি

কে যেন স্বপ্নের মাঝে অকারণ ডাকে কানে কানে
তাই ফাঁদ পেতেছি উঠানে
ঘুম নষ্ট হয়
যেন কার কাঁচা দেহে হাত লাগে একেক সময়!
বিছানা সংকীর্ণ ক'রে আনি
দুঃসময়ে ভাঙে ঘুম শিউরে উঠে শুনি কানাকানি
একদিন আলো জ্বেলে ঘরে
নিশ্চিত দেখেছি তারে সরে যেতে কাছেরই প্রান্তরে
সেদিন ধরেছি মুঠি চাপি
অমনি ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে–'আমি কেবলই বাতাপি'
দোর খুলে দেখি একটানে
প্রবল কুচক্রী চাঁদ ফাঁদে পড়ে রয়েছে উঠানে!

BANGLADARSHAN.COM

# জ্যোৎস্নার বল্লম হাতে

জ্যোৎস্নার বল্লম হাতে চ’লে গেছি একদা সুদূর
কুয়ালালামপুর
সেখানে তোমার
নামোচ্চারণ করে ভিন্‌দেশি হাব্‌শি সর্দার
চিঠিও লিখেছে একশত
সে তোমারে ভালোবাসে যতো
আমি তারে ভালোবেসে মরি
সর্বোপরি
কুয়ালালামপুর
ভিন্‌দেশি সর্দার একা সংগোপনে করেছে মধুর!

BANGLADARSHAN.COM

# দূরগামী গাড়ি

সন্ধ্যা হলো দূরগামী গাড়ি
দিলো পাড়ি
বীথি ও সরণি
শুধু তার এমনই তরণী
ডুবে যায় ভূমধ্যসাগরে
শুধু তার এমনই তরণী
ডুবে যায় ভূমধ্যসাগরে।

সন্ধ্যা হলো দূরগামী গাড়ি
দিলো পাড়ি
পূর্ব ও পশ্চিম
আহা কতো তুলেছিলো সিম
সে কখনো বিক্রম করে নি
শুধু তার এমনই তরণী
ডুবে যায় ভূমধ্যসাগরে
শুধু তার এমনই তরণী
ডুবে যায় ভূমধ্যসাগরে॥

BANGLADARSHAN.COM

# পকূলে শুয়ে আছে অনিমেষ

জ্যোৎস্নায় সমুদ্র-মাঝে হয় নিরাসক্ত রাহাজানি
নৌকাখানি
বহে আনে যারা
তারা দেয় রত্নের পাহারা।
সমুদ্রে, প্লাবনে অনিমেষ
শুধু মাত্র ভেসে যায়–ছেড়ে যায় সমুদ্রের দেশ।

এখন দ্বীপের মাঝে অনিমেষ খুলিয়াছে চোখ
এখানে পালক
পাখির মতন করে ওড়াউড়ি
কতদিন ওড়ায় নি ঘুড়ি
কতদিন ধরে নি লাটাই
অনিমেষ চেয়ে দ্যাখে, পুরাতন অনিমেষ নাই!

BANGLADARSHAN.COM

সে তো জ্যোৎস্না-সমুদ্রের কূলে
হয়তো উঠেছে ভারি ফুলে
হয়তো ঢেকেছে তারে বালি
কিংবা করতালি–
নিরাসক্ত শিশু করে খেলা
উপকূল শুয়ে আছে অনিমেষ একান্ত একেলা॥

# হৃদয়পুর

তখনো ছিলো অন্ধকার তখনো ছিলো বেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার চলিতেছিলো খেলা
ডুবিয়াছিলো নদীর ধার আকাশে আধোলীন
সুষমাময়ী চন্দ্রমার নয়ান ক্ষমাহীন
কী কাজ তারে করিয়া পার যাহার ভ্রূকুটিতে
সতর্কিত বন্ধদ্বার প্রহরা চারিভিতে
কী কাজ তারে ডাকিয়া আর এখনো, এই বেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার ফুরালে ছেলেখেলা?

BANGLADARSHAN.COM

# স্থায়ী

রেখেছিলাম পদচ্যুত নূপুরখানি
যখন তুমি চাইবে জানি
অনন্যোপায়–দিতেই হবে
অনুভবে
অবিনশ্বর থাকবে কেবল পা দুখানি।
নূতন জন্ম হয়েছে যার চণ্ডালিকা
নূতন জন্ম হয়েছে যার চণ্ডালিকা
সে দিতে চায় লিখনিকা
মরণপ্রিয়–যেতেই হবে
অনুভবে
আভূমিতলে থাকবে তোমার পা দুখানি॥

BANGLADARSHAN.COM

# ঝাউয়ের ডাকে

ঝাউয়ের ডাকে তখন হঠাৎ মনে আমার পড়লো কাকে
রাত্রিবেলা,
উপকূলের সঙ্গে চলে স্রোতের খেলা
সাঁতার কাটে স্রোতের জলে চাঁদের নরম
দুখানি হাত
লাইটহাউস দেখায় আলো, দূরগগনের জলপ্রপাত
গতবছর এসেছিলাম, বুকের মধ্যে বেসেছিলাম
তোমায় ভালো
এখন সন্ধ্যা হয়েছে ঘোর, কেবল মেঘে-মেঘে-মেঘেই
দিন ফুরালো
এখন নিথর রাত্রিবেলা
জলের ধারে কেবলি হয় জলের খেলা
অবর্তমানে তোমার হাসি ঝাউয়ের ফাঁকে
আমার গভীর রাত্রে ডাকে
ও নিরুপম ও নিরুপম ও নিরুপম...

BANGLADARSHAN.COM

# অমরাবতীর আলো

ভালোবেসেছিলে গতজনমের ঘাট
তৈরি ছিলো না সিঁড়ি
আজ সেই জলরেখা ছোঁয় চৌকাঠ
আভ্যুদয়িক পিঁড়ি

এ-জনমে কিছু লাগে নি তোমার ভালো
স্টেশনে পৌঁছে লোকজন গেলো ফিরে
দূরে দেখা যায় অমরাবতীর আলো
পাহাড়ের চূড়া ঘিরে

এ-জনমে সবই সার্থক, অনায়াসে
প্রমাণ হয় নিযোগ্যতা বারবার
সচেষ্ট আমি যতবার যাইপাশে
তুমি আছো চারিধার

BANGLADARSHAN.COM

এ-জনমে দেখে গত জনমের চাঁদ
তুমি বলেছিলে—ফাঁকি
ব্রিজ বাঁধা সে যে মানুষের অপরাধ
মানুষেই বোঝে নাকি?

# গোপন শিক্ষা

অই বালিকার কাছে গিয়ে আমি শিখেছি অনেক–
চুল বাঁধা শিখিয়াছি–কখন খুলিতে হয় চুল
উড়ায়ে আমারে তবু দেয় নাই পশ্চিমের ঢেউ–
অনেক শিখেছি আমি, একমাত্র বালিকার কাছে।

বালিকার কাছে আমি চিরদিনই পরেছি কাপড়
বাহার মিলায়ে কিংবা রঙে রঙে বিদ্বেষ ঘটায়ে
তেমন কাপড় আমি পরি নাই পূর্বে কোনোদিন
অই বালিকাও চায় গোপনে আমারে শিক্ষা দিতে!

BANGLADARSHAN.COM

# বসন্ত আসে

বসন্ত আসে, বাগানে ফুটেছে চেরি
এই তো সময়–ব্রিজ বাঁধা হ'লো শেষ
যদি তুমি করো অভ্যাসবশে দেরি
কাছে আছে অনিমেষ।

তার কণ্ঠের সারল্য টেলিফোনে
আমায় করেছে খুশি
যেনবা তাঁবুর ভিতরে–সুদূর বনে
বিনয়াবনত পুষি।

বসন্ত আসে, বাগানে ফুটেছে চেরি
এই তো সময়–ব্রিজ বাঁধা হ'লো শেষ
তুমি যদি করো অভ্যাসবশে দেরি
কাছে আছে অনিমেষ!

BANGLADARSHAN.COM

# কে আর তেমন ভালোবাসে?

কে আর
হৃদয় বেঁধে রাখে
হৃদয় নয়তো দূর-ঘুড়ি
ওড়ে শূন্যে পশমের ফাঁকে
কে আর হৃদয় বেঁধে রাখে?

কে আর
তোমাকে বলে ভার
পরিজন-শূন্য রাজধানী
এখানে কে শিখেছে সাঁতার
কে আর তোমাকে বলে ভার?

কে আর
কুড়াবে বেলাতটে
তুমি ছাড়া ঝিনুক সকল
মুক্তা প'ড়ে আছে অকপটে
কে আর কুড়াবে বেলা-তটে?

কে আর
তেমন ভালোবাসে
হাত ধরে, চোখে কথা কয়
এখানে—চাকার দাগ ঘাসে
কে আর তেমন ভালোবাসে?

BANGLADARSHAN.COM

# ভিতরে আমার

কে যেন আমায় ডেকেছে, দুয়ারে দিয়েছে নাড়া
ওড়াও পাড়া
ঝর্নার জল, করে ছলোছল–
দূর ইদারা
কে যেন আমায় ডেকেছে–দুয়ার দিয়েছে নাড়া।

কে যেন আমায় বলেছে, ‘এখন বাইরে দাঁড়া’
রোদের খাঁড়া
ভাঙছে দু-পাড়–এতদিনে তার
পাই যে সাড়া
কে যেন আমায় বলেছে–‘এখন বাইরে দাঁড়া–

ভিতরে আমার ঢুকিস নে অতি-অন্ধকারে
সাধ কি বাড়ে?
ঘরনী ও ঘর বাঁধা হ’য়ে থাকে যে-সংসারে
সেই সংসার বুকে তুলে নিতে জাগে কোলাহল?
ইতস্তত কি ঝর্নার জল
দূর পাহাড়ে?
ভিতরে আমার ঢুকিস নে অতি-অন্ধকারে!’

BANGLADARSHAN.COM

# কেতকী

বাজলো ঘণ্টা কিয়দ্দূরে ফিরে এলাম হৃদয়পুরে
ভেবেছিলাম আমার ছুটি হ'লো
বহুদিনের পরবাসে উঠান ভরে পথের ঘাসে
পাগল, দুয়ার খোলো।
ঘরের মধ্যে করি নি বাস তাই তো আমার এ-সর্বনাশ
আজকে বাহির থেকে
হৃদয়পুরের সবই ভালো সকাল-সন্ধ্যা মিলিয়ে কালো
রয়েছি মুখ ঢেকে।
তবু আমার হয় নি ছুটি প্রাসাদ-চূড়ে মোরগঝুটি
দুলছে পবনবেগে
দূর বাগানের কেতকী ফুল হয়তো এখন ফুটে আকুল
শেষ শ্রাবণের মেঘে!

BANGLADARSHAN.COM

# চত্রে

চৈত্রে জেগেছে পশমেও ডালপালা
তোমার বাগানে ফুল
অবশ্য তাতে যায় নি দেহের জ্বালা
প্রাঙ্গণ-সমাকুল
ঘরবাড়ি গোঁথে রেখেছো তড়িতে ভ'রে
মেঘে–মন্থর জল
হায় সাবধানি, অন্তরে আজো পোড়ে
সুদূর মফঃস্বল

BANGLADARSHAN.COM

# সমুদ্র অভিমুখে

দূর প্রান্তরে জ্বলে আলো—সেইদিকে
গ্রাম আছে, আছে স্বজনের কোঠাবাড়ি
উতলা মনের কে আজ নিয়েছে ঠিকে
ত্বরিত বা তাড়াতাড়ি?

সাঁতার! তাও কি যৎসামান্য হবে
এ-বিদেশে তুমি অন্তত পঁয়ত্রিশ
সন থেকে আছো—গার্হস্থ-উৎসবে
করেছো অমৃত অধোগামী সেঁকোবিষ

তুলনা তোমার গ্রামান্তরেও নেই
মেলে নি তোমার জুড়ি
পক্ষাপক্ষ আছো তুমি সবেতেই
অপরিস্ফুট কুঁড়ি

অর্থাৎ শোভা-সুরভিতে নও মাখা
তোমার দৃঢ়তা বুকে
আলো জ্বলে—পথ সত্বর স্রোতে-বাঁকা
সমুদ্র-অভিমুখে॥

BANGLADARSHAN.COM

# ব্রিজ–যমুনার জল

সন্ধ্যা ছিলো না অশ্রুতে জমকালো
ভালোবেসেছিলে মরা যমুনার আলো
বালুচরে গাঁথা শস্যের সারি সারি
সেখানে তোমার বাড়ি।

তুমি বাড়ি ক'রে ভাড়া দিলে মার্চ মাসে
তবু দিল্লীর বসন্ত ফিরে আসে
পাহাড়ের চারিধারে
ঘর বাড়ি পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো দূর পশ্চিম-পারে।

অন্ধকারের দেশ,
তুমি আছো ব'লে আজো এ-নির্নিমেষ
খুঁজে দেখা–'আছে পুরাতন রাজবাড়ি?

BANGLADARSHAN.COM

মুহূর্তকাল দাঁড়ায় আমার গাড়ি
ব্রিজ–যমুনার জল
স্মৃতির ভিতরে মৌরলা-চঞ্চল
এনেছিলে পরিবেশ
যেতে হবে বহুদূর–দিল্লীর রাজবাড়ি হ'লো শেষ!

# সময় হয়েছে

দুর্দিন, তাই পাকাবাড়ি গেছে ভেঙে
শূন্য রাস্তাঘাট
পার্কে পুড়ছে মন্দার এক-ঠেঙে
বেচে খায় চৌকাঠ

মানুষ–সোনার মানুষ হয়েছে মাটি
বাংলার জমি খুঁড়ে
ইঁদুর উঠে কি কামড়ে রয়েছে আঁটি
সমস্ত দেশ জুড়ে?

সময় হয়েছে–হিল্লোল লাগে ভালো
তোমার দেহের কাঠ
চৈত্র-হাওয়ায় পাতা জেগে জমকালো
শূন্য এ-তল্লাট

BANGLADARSHAN.COM

দুর্দিন, তাই তুমি এসে হাত ধরো
শ্মশানবন্ধুসম
বুকে লাগে দূর তরঙ্গ-মর্মর
হে উদার অনুপম

ঘর ভেঙে ঘর বসিয়েছি কতবার
কেটেছি বাঁশের কোঁড়া
কবে শেষ হবে ভিন্‌দেশি তামাশার
রঙ্গ, রাখালছোঁড়া?

# চাবি

আমার কাছে এখনো প’ড়ে আছে
তোমার প্রিয় হারিয়ে-যাওয়া চাবি
কেমন ক’রে তোরঙ্গ আজ খোলো?

থুৎনি ’পরে তিল তো তোমার আছে
এখন? ও মন, নতুন দেশে যাবি?
চিঠি তোমায় হঠাৎ লিখতে হ’লো।

চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে
রেখেছিলাম, আজই সময় হ’লো–
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?

অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে
তোমার মুখ অশ্রু-ঝলোমলো
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?

BANGLADARSHAN.COM

# সময়

অগণ্য কাজ র’য়ে গেলো বাকি—বাধা কি প্রচুর?
রাজবাড়ি থেকে ভেসে আসে ক্ষীণ সানায়ের সুর
কি যেন কোথায় রয়ে গেলো ঢাকা
মাথার উপর চাঁদ মেঘে-মাখা
আজ সন্ধ্যায় আতঙ্কহীন অট্টরোলে
তুমি যদি পারো ফিরে এসো কাছে সময় হ’লে॥

BANGLADARSHAN.COM

# মনে কি তোমার

মনে কি তোমার এখনো লাগে নি দোলা
চিল্কার জলে ভাসালাম গণ্ডোলা
জ্যোৎস্না হয়েছে ঘোর
শুধু দাঁড় বলে—রুপোর পাহাড়—তুমি চোর আমি চোর!
মনে কি তোমার এখনো ওড়ে নি পাখি
যতবার তাকে আন্‌মনে বেঁধে রাখি
উড়ে যায় দূর বনে
এখনো ওড়ে নি পাখি কি তোমার মনে?
তুমি চ'লে গেলে পশ্চিম থেকে পুবে
এ-ভুবনময়, বলেছিলে বেয়াকুবে—
কল্পনা তব পাতা
সেই সত্যই প্রাণপণ—আমি প'ড়ে আছি কলকাতা!

BANGLADARSHAN.COM

# তুমি জানো

তোমাকে দেখেছি বিবাহের উৎসবে
সন্ধ্যায়, মার্চমাসে
বসন্ত যায়, বসন্ত ফিরে আসে।
হারা-মরু-নদীতটে
নোঙর ফেলার সময় হয়েছে বটে–
‘দোলপূর্ণিমা কবে?’
তোমাকে দেখেছি বিবাহের উৎসবে।
গ্রামে ছিলো বাড়ি ঈশানী-গোঁসাইপাড়া
মাঝরাতে হাতে পড়েছিলো এক তাড়া
চিঠি–সন্ত্রাসবাদ
তুমি জানো প্রিয় আমার অনপরাধ!

BANGLADARSHAN.COM

# তুমি যেন রেলের স্টেশন

বসন্তে চঞ্চল হ’লো মন
তুমি যেন রেলের স্টেশন–
এলো গাড়ি
তবুও দেবে না তুমি পাড়ি?
দেশে-দেশে
তুমি স্তব্ধতায় ভালোবেসে
র’য়ে গেলে
চিরদিনই পেলে
যাত্রী জনপদ লোকজন
বসন্তে চঞ্চল হ’লো মন
তুমি যেন রেলের স্টেশন
এলো গাড়ি
তবুও দেবে না তুমি পাড়ি?

BANGLADARSHAN.COM

# দেয়ালের কাছে

দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে অকস্মাৎ
‘কোথা থেকে বেরিয়েছে হাত
কে আছো ভিতরে?’
প্রতিধ্বনি ফিরে আসে সেই করতল স্পর্শ ক’রে
আঁধার শীতল হয় শুধু
চারিদিকে আদিগন্ত ধু-ধু
বালুচর
‘এখানে কি খালি আছে ঘর?’

BANGLADARSHAN.COM

# অবনী বাড়ি আছো?

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
‘অবনী বাড়ি আছো?’

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোবাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে–
‘অবনী বাড়ি আছো?’

আধেকলীন–হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতে কড়ানাড়া
‘অবনী বাড়ি আছো?’

BANGLADARSHAN.COM

# আছে আছে সে এখানে আছে

জানালায়
বৃষ্টি ঝরে যায়
অসম সাহসী ব'সে থাকে
অতিদূরে করতালি দিয়ে একা ডাকে
মারাত্মক ছিট্‌কোকিল, টেলিফোনে ক্রুর
বেজে ওঠে স্খলিত ঘুঙুর
বৃষ্টি ঝরে যায়
জানালায়

কে হে তুমি
চকিত মৌসুমী–
দেয়ালে বুরুশ ক'রে ফেরো
অনুরূপ দুঃসাহস ছিলো আমাদেরও
ভিতর-দেয়ালে দেবো রঙ পরিপাটি
সত্য রবে প্রদীপ্ত ও খাঁটি
চকিত মৌসুমী
কে হে তুমি

সমস্বরে
বাজে বন্ধঘরে
অর্গান-জড়ানো এলোমেলো
অন্ধকারে বেড়ালের থাবা করে বেলো
সমুদ্র গর্জনে গান খুঁড়ে চলে মাটি
ভূপতিত নিষ্প্রাণ করোটি
বাজে বন্ধঘরে
সমস্বরে

বহুক্ষণ
স্তব্ধ আছে মন
গোলাপ বাগানে বৃষ্টি পড়ে

BANGLADARSHAN.COM

টেবিল ল্যাম্পের আলো কাৎ হ’লো ঝড়ে
সাইরেন বেজেছে–ছুটি, বারোটায় রাতে
মৃতপিতা আঁধারে দু-হাতে
স্তব্ধ আছে মন
বহুক্ষণ

প্রিয়তম
যৌথ ও নির্মম
সমাজ গিয়েছে চ’লে দূর
যোগাযোগ ধীরে ধীরে হতেছে মধুর
জানালার আর্চ হ’তে বাদুড়ের হাতে
এ-রাত্রি ভরেছে অকস্মাতে
যৌথ ও নির্মম
প্রিয়তম

সমর্পণে
চেতনাচেতনে
হয়েছে অকুণ্ঠ ভালোবাসা
তুমি জানো পৃথিবীর বিবিধ পিপাসা
আমি দেখি স্মরণীয় মহান বৃষ্টিতে
কারিগর-করবদ্ধ ফিতে
চেতনাচেতনে
সমর্পণে

বহুদূর
শ্মশান বন্ধুর
আলোয় আঁধারে মখমল
কোথা গেলে হে সমাপ্ত হবে না বিফল
কোথা গেলে হে সমাপ্ত রবে ঝাউগাছে
আছে আছে চিরদিন আছে
শ্মশান বন্ধুর
বহুদূর॥

BANGLADARSHAN.COM

# ফাঁকি

বাসাবাড়ি–ঢুকেছি সন্ধ্যায়
পরস্পর শর্ত ছিলো থাকা
কিছুদিন–শান্তি যাতে পায়
মনের জঙ্গল আকাঁবাঁকা।
রাজপথ–এসেছি শকটে
ছিলো না যদিও তাড়াতাড়ি
শহর বিস্তৃত রাঙা বটে
এখানে সমস্ত বাসাবাড়ি।
চারিদিকে দেয়ালে-মিলানো
ভিতর-বাহিরে নেই বাঁধা
‘শোবার ঘরটি কোথা জানো?’
তবে কি সমস্ত ফাঁকি–ধাঁ ধাঁ!

BANGLADARSHAN.COM

# আনন্দ-ভৈরবী

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি
এমন ছিলো না আষাঢ়-শেষের বেলা
উদ্যানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল
আনন্দ-ভৈরবী।

আজ সেই গোঠে আসে না রাখাল ছেলে
কাঁদে না মোহন-বাঁশিতে বটের মূল
এখনো বরষা কোদালে-মেঘের ফাঁকে
বিদ্যুৎ-রেখা মেলে

সে কি জানিত না এমনি দুঃসময়
লাফ মেরে ধরে মোরগের লাল ঝুঁটি
সে কি জানিত না হৃদয়ের অপচয়
কৃপণের বাম মুঠি

BANGLADARSHAN.COM

সে কি জানিত না যত বড়ো রাজধানী
তত বিখ্যাত নয় এ-হৃদয়পুর
সে কি জানিত না, আমি তারে যত জানি
আনখ-সমুদ্দূর

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি
এমন ছিলো না আষাঢ়-শেষের বেলা
উদ্যানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল
আনন্দ-ভৈরবী॥

# তোমাকেই মনে পড়ে

তোমাকেই মনে পড়ে আজ নীল হেমন্তের রাতে
মাথার উপর
চাঁদের অসংখ্য চালাঘর
তুমি বলেছিলে—ঐ দেশ
একদিন হবে নির্বিশেষ
তব রাজধানী
সেদিনের কথা চাঁদ নিয়ে করে আজো কানাকানি!
তুমি কি সন্তুষ্ট নও আর
এ-ভুবনে কত চমৎকার
বাসাবাড়ি
নদীতে দেবে না কেন পাড়ি?
মনে মনে
কেন বা যাবে না দূর বনে?
পাতার আড়ালে
কেন বা যাবে না ডালে ডালে?
ঐ দেশে পাবে
তোমার হৃদয় যতভাবে
পর্যটনময়?
ঐ দেশে আছে কি সংশয়
প্রেমে—পারিজাতে?
তোমাকেই মনে পড়ে আজ নীল হেমন্তের রাতে॥

BANGLADARSHAN.COM

# ধর্ম

পুবের বাতাসে নড়ে ধর্মের কল
আমার ধরেছে হিন্দুর আফজল
‘তুই স্বাধীনতা চাস?’
হৃদয়, হয় নি তবু কি সর্বনাশ?
উল্লোল আঙ্‌রাখা
রক্তের খেদ রয় কি ধুলায় ঢাকা?
মৌলানা চন্দন
বললো ‘এ-যুগে ধর্মই প্রাণমন–
আমি যে ধর্মদাস!’

BANGLADARSHAN.COM

# অধর্ম

ভালোবাসা, আমি অযোগ্যতার কানে
বারবার বলি—ভুল করো ভুল করো
তোমার ক্ষতি কি—ক্ষতি সবই নিষ্প্রাণে
আবক্ষ থরোথরো।

ভালোবাসা, আমি নির্জন দ্বীপে কাশ
ফুটিয়ে দেখেছি—ফাঁকি
তোমার ক্ষতি কি—আমার সর্বনাশ
আমাকেই নেবে নাকি?

BANGLADARSHAN.COM

# সরোজিনী বুঝেছিলো

দুপুরে আঁধার ঘর–মেঘে-ঢাকা বিস্তৃত আকাশ
সরোজিনী চুরি ক'রে নিয়ে যায় শাদা রাজহাঁস
হয়তো বা বৃষ্টি হবে, হয়তো বহিবে হাওয়া বেগে
মুখের অগ্নি কি তবে সরোজিনী ঢেকেছিলো মেঘে?
মাঠের উপরে শাদা হাঁসগুলি চরেছিলো একা
সরোজ ঘরেই ছিলো–শুধু তার চোখ মেলে দেখা
এই সব হাঁসেদের–বৃষ্টির সূচনা দেখে নেমে
জড়িয়ে গিয়েছে মেয়ে হাঁসে-ফাঁসে–কাপড়ের প্রেমে
শুধু চোখ মেলে দেখা, এই হাঁস স্পর্শ করা নয়
সরোজিনী বুঝেছিলো, শুধু তার বোঝে নি হৃদয়॥

BANGLADARSHAN.COM

# পারিপার্শ্বিক থেকে

পারিপার্শ্বিক থেকে মুক্তি চাই—এখন দুপুর
এখন স্টেশন থেকে ট্রেন আছে
‘আরবে যাবে না?’
পারিপার্শ্বিক থেকে মুক্তি চাই—আরব কেমন?
স্টেশনমাস্টার আছে? আরবে কি নিভন্ত লণ্ঠন?
তুমি শুধু অর্গান বাজাও দিশাহারা
নানাদিকে চাঁদের পাহারা
ক্যাম্প, কাঁটাতার
এ-সুযোগ আমার যাবার
এ-সুযোগ আমার যাবার

BANGLADARSHAN.COM

# পাহাড়ে পাহাড়ে

পাহাড়ে পাহাড়ে বন্দী গায়ের মাটি
তবু মুক্তির রহস্যে পরিপাটি
জনসভাতেই প'ড়ে আছে তার মন
সে কি একাত্ম? সংশয়ে অগণন?

দূরে যাই–তবু তার কথা 'তুমি আছো'
নগর-জড়ানো মননের বাঈ-নাচও
পারে না ভুলাতে তুচ্ছ ঘরের কোণ
'প্রিয়, তুমি তারই একাত্ম, অগণন।'

পাহাড়ে পাহাড়ে বন্দী গাঁয়ের মাটি
তবু মুক্তির রহস্যে পরিপাটি;
'তোমার বসতি ক'রে নিতে চাই আধা'–
সেখানে অনেক বাধা।

BANGLADARSHAN.COM

সেদিন কিভাবে চঞ্চল বনভূমি
বলে–'বসতির দ্বিগুণ নিয়েছো তুমি,
বিদেশিনী, কোথা যাবে?
দূরে গেলে এই গ্রামখানি ব্যথা পাবে!'

# প্রকৃতির কাছ থেকে

অমল মাটির থেকে শিউলি তোলার শব্দ হয়
বাড়ি, তা কি জলের বুদ্‌বুদ্‌?
হলুদ পাখির ঠোঁট খুঁটে তোলে খুদ
আজো দুঃসময়
আজো বারান্দায় এসে ব'সে-থাকা
'ভিতরে কে আছো?
কে হে? সাড়া দাও—কথা বলো
চঞ্চল—চঞ্চল—'

আঁকাবাঁকা
পথের উপর দাগ রেখে গেছে চাঁদ
আমাদের শুধু অপরাধ
আমাদেরই শুধু অপরাধ।

BANGLADARSHAN.COM

জীবনের কুঠারীর কাছে
দেবদারু যতক্ষণ আছে
তারো দুঃসময়
পাতা থেকে ফুল বড়ো নয়
পাতা থেকে ফল বড়ো নয়
যে যেমনি
প্রকৃতির কাছ থেকে সাড়া আসে—ও কে? সন্ধ্যামণি?
হ'লো না হ'লো না মনোলোভা
ডাক দেওয়া—ফিরে যাওয়া কাছে
'বাড়ির ভিতরে কারা আছে?
কে হে? তার মমতা!
চঞ্চল—চঞ্চল—'
চোখের ভিতরে শুধু জল
বুকের ভিতর শুধু জল
হা হা কার
আমি কি পাবো না দেখা তার?

# কার্তিকের শেষ রাতে

গাছের পাতার ছায়া পড়েছে উঠানে
উঠানে পড়েছে এসে ফুল
কার্তিকের শেষ রাতে হয়েছে বিপুল
আয়োজন—আমার বাগানে
আকাশের চাঁদ
তদারক ক'রে গূঢ় ফাঁদ
ঘুমায় আকাশে
শেষ রাত শেষ হয়ে আসে
পুবদিকে আঁধার ভাঙায়
ব্যস্ত লোকজন
সে-সবই নিরীক্ষা করে মন॥

BANGLADARSHAN.COM

# রাতের নির্জনে

তোমাকে সান্ত্বনা দিতে ডেকেছিলো পাখি–
‘আমিও এখানে একা থাকি
বারান্দার কোণে
কে তুমি নিঃসঙ্গ, মনে-মনে?’

সন্ধ্যা হ’লে চারিদিকে খেলা-করা বিষণ্ণ বাতাসে
সে কোন্ চঞ্চলা ভেসে আসে
বলে ‘আছো ভালো?’
অদূরে, গাছের ফাঁকে, কাঁপে ক্ষিপ্র হ্যারিকেন-আলো!

তাকে তুমি চেনো না কি, স্মৃতি-বিস্মৃতির বাঁধা ব্রিজ?
মানুষের মায়া-মোহ কল্পনার ক্লান্ত মনসিজ
নারী–রাজেশ্বরী
রাতের পাখির স্বপ্নে চুরি হ’লো–‘প্রহরী–প্রহরী?’

BANGLADARSHAN.COM

‘স্বাধীনতাপ্রিয়’ ব’লে কাছে আসে কত অনুরোধ
পাখির ছিলো কি গূঢ় বোধ
বারান্দার কোণে?
‘তোমাকে বেসেছে ভালো, হবে ও বা রাতের নির্জনে!’

# এখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস

এখনো বুকের মাঝে ঘনঘোর শব্দ ওঠে শ্রাবণধারার
এখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রাস
এখনো এখানে জল পড়ে
এলে নাকি?
এখানে এখন
অবিরত ব্যথা পায় মন
অবিরত ব্যথা দেয় মন

এখনো আমি তো বুঝি ডুবে-থাকা নক্ষত্রের মানে
এখনো আমি তো বুঝি ট্রেনের সিগন্যাল্
ব্রিজের তলায় তুমি বাঘের মতন
বারে বারে
দূরে লাল
আগুন ধরেছে কোন্ পাড়া?
কে পেয়েছে চিঠি একতাড়া?

বিদায় নেবার আগে বিস্ফোরক পেয়েছো কি তুমি?
নতুন কলোনি জানো তৈরি হ'লো
জানো কি ঠিকানা বিদেশির
কোন্ বাড়ি?
সেখানে এখন
সুনিশ্চিত মৃতের স্পন্দন
সুনিশ্চিত মৃতের স্পন্দন

BANGLADARSHAN.COM

# আজো আমি

তোমার কি হয়েছে সময়–বাড়ি যাবে?
কোন দেশে পৌঁছেই জানাবে
বিদায় বিদায়
তোমাকে যে সকলেই চায়
তোমাকে যে সকলেই চায়!

কোন্ ইস্টিশান গেলে ভালো হয় তোমার এখন
কোন্ গাড়ি?
আজো আমি তেমনই আনাড়ি
আজো আমি তেমনই আনাড়ি

ভালোবেসে
কী হবে হৃদয়তলে এসে
এ তো নয় দেবদারু-বীথি
আমারই অতিথি
আমি সাথে নিয়ে যাবো–তোমার এখন
কোন্ ইস্টিশানে গেলে ভালো হয়?
কোন্ গাড়ি?
আজো আমি তেমনই আনাড়ি
আজো আমি তেমনই আনাড়ি

BANGLADARSHAN.COM

# ‘কোনোদিনই পাবে না আমাকে–’

চন্দ্রমল্লিকার মাংস ঝ’রে আছে ঘাসে
‘সে যেন এখনি চলে আসে’
হিমের নরম মোম হাঁটু ভেঙে কাৎ
পেট্রোলের গন্ধ পাই এদিকে দৈবাৎ
কাছাকাছি
নিজের মনেরই কাছে নিত্য ব’সে আছি।
দেয়ালে দেয়ালে
হাটের কাচ্‌কড়-কুপি অনেকেই জ্বালে
নিভন্ত লণ্ঠন
অস্তিত্ব সজাগ ক’রে বারান্দার কোণ
ব’সে থাকে
‘কোনোদিন পাবে না আমাকে–
কোনোদিনই পাবে না আমাকে!’

BANGLADARSHAN.COM

# চাঁদের ভিতরে

চাঁদের ভিতরে কতকাল
প’ড়ে আছে তোমার কংকাল
তুমি গেছো মরে
তাই তার আবছায়া দেখি আমি মেঘের ভিতরে
আজো স্পষ্ট দেখেছি তোমায়
তখন হঠাৎ বেলা যায়
সন্ধ্যা নেমে আসে
কোমল সুরভি তবু জেগে থাকে দেহের বাতাসে॥

BANGLADARSHAN.COM

# জীবনের কোলে বসে মরণের এই অবসাদ

অতি দূরে—মাথার উপরে ওঠে চাঁদ
জীবনের কোলে ব'সে মরণের এই অবসাদ
সহনীয় কবে?
ব'লে যাও—এ-পৃথিবী তোমার মতন সত্য হবে।

পাহাড়ে মালার মতো জ্বেলো না আগুন।
আমায় যে করেছিলো খুন
তাকে তুমি অযথা জানাবে
কর্কশ ছুরিকা এক ভ'রে দিয়ে রঙিন কিংখাবে
প্রেমের বিদায়
তোমার জ্বালাতে গিয়ে আমারি সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়।

অতি দূরে—মাথার উপরে ওঠে চাঁদ
জীবনের কোলে ব'সে মরণের এই অবসাদ
কবে শেষ হবে?

BANGLADARSHAN.COM

# কে বাগানে?

জ্ব’লে ওঠে স্তব্ধ করিডোর
রাতের আঁচলে-ঢাকা চোর
কে বাগানে?
কথা কও সারারাত যেন নৌকা পড়েছে তুফানে!
বাদুড়ের ডানা
দেবদারু-সড়কে দিতো হানা
সা রা রা ত
এখানে হয়নি রক্তপাত
এখানে হয়নি রক্তপাত

সকলে এসেছে উৎসবে
আমাদের বিবাহ-ই হবে
পথে টলে চাঁদের লণ্ঠন
হ’লো কি বিস্তৃত আয়োজন–
সুরা?
সার্চলাইট ফেলেছে নিমপুরা।
রাতের আঁচলে-ঢাকা চোর
জ্ব’লে ওঠে স্তব্ধ করিডোর
কে বাগানে?
কথা কও সারারাত যেন নৌকা পড়েছে তুফানে!

BANGLADARSHAN.COM

# ‘তুমি শুধু নহো তোমারি আপন!’

চৈতন্যে আমার উড়ে পড়েছে শিমূল
মন জানে–হয়েছিলো ভুল
ডিসেম্বর মাসে
বনের প্রতিটি পাতা মাথা নাড়ে সুদীর্ঘ বাতাসে।

‘প্রকৃতির থেকে তুমি দূরে গেছো চলে’–
বলেছে সে–‘শীত শেষ হ’লে
একবার এসো তুমি ফিরে,
বসন্তের আলো লেগে প্রাণ হবে উজ্জ্বল তিমিরে।’

পথে পথে ঘুরেছি প্রত্যহ
বলেছে সে–‘তুমি শুধু নহো
তোমারি আপন–
ভিতরে সংসদ, লোকজন!’

BANGLADARSHAN.COM

# কাছে

এখন সময় পেলে ঘুড়ি ওড়াতাম
ছাদের উপর
এখন সমস্ত ছাদে ঘর
খুবই দাম
ঘুড়ি ও লাটাই
বদলে, তোমাকে কাছে পাই!

BANGLADARSHAN.COM

# ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী

মাঘের নিশীথে জল আলুথালু হ'লো ঝাউবনে
এভাবে প্রেমের স্পর্শ দেহে এসে লাগে
বস্তুত উনুন জাগে
স্বাধীন মননে

কাঁকড়ার গর্ত দেখে মনে হয় ভয়াল তিমির
পিঠে নীল কার্বঙ্কল
তুমি তিতুমীর
তুমি পল্
ফসফরাসের কাঁথা গড়ো তাঁতঘরে
রাত দ্বিপ্রহরে
তুমি ডাকো—কানাই, কানাই'—
হ্যাণ্ডলুম-হাউসে নক্‌শা নাই!

BANGLADARSHAN.COM

লাইব্রেরীর বহু ধাপ খেয়ে গেছে উই
আমরা তবুও কাছে শুই
পরস্পর
ঝাউবনে আমাদের ঘর
ঝাউবনে আমাদের ঘর।

সন্ন্যাসী এসেছে কাছে বারান্দায় পেতেছে চাতুরী
উত্তর-বাতাসে ভেসে আসে চাঁদ—যেন শেষ ঘুড়ি
ভেঙেছে লাটাই
আমরা ঝিনুকও খুঁজে পাই!

বাসাবদলের মতো উত্তেজনা জেলেদের মনে
নিরেনের ইশারায় কাছে-দূরে সমস্ত উৎসব
সাঙ্গ হ'লে শোনে
'তোমাদেরই অবলাবান্ধব।'

দিকে দিকে
এভাবে সম্পূর্ণ পৃথিবীকে
ঘিরেছে সাগর
আমাদের ভেসে গেছে ঘর।

BANGLADARSHAN.COM

# আমার ছিলো একটি ক্ষেতের চাষ

অনেক দিনের পরে
তোমায় দেখা পেলাম তোমার ঘরে
তুমি কাজের মানুষ
সিঁড়ি লাগাও চাঁদের গায়ে, ওড়াও ঘুড়ি-ফানুষ
এমনি কাজে নানা
তোমার ঐ কুশলী হাত আমারে তালকানা
করেছে, তাই ঘুরে বেড়াই নিজেরই অন্তরে
তোমার কত ঘরে
নিমন্ত্রণ আছে ও বসবাস
আমার ছিলো একটি ক্ষেতের চাষ
আমার আজো একটি ক্ষেতের চাষ!

BANGLADARSHAN.COM

# এবার হয়েছে সন্ধ্যা

এবার হয়েছে সন্ধ্যা। সারাদিন ভেঙেছো পাথর
পাহাড়ের কোলে
আষাঢ়ের বৃষ্টি শেষ হ'য়ে গেলো শালের জঙ্গলে
তোমারও তো শ্রান্ত হ'লো মুঠি
অন্যায় হবে না—নাও ছুটি
বিদেশেই চলো
যে-কথা বলোনি আগে, এ-বছরে সেই কথা বলো।

শ্রাবণের মেঘ কি মন্থর!
তোমার সর্বাঙ্গ জুড়ে জ্বর
ছলোছলো
যে-কথা বলোনি আগে, এ-বছর সেই কথা বলো।

BANGLADARSHAN.COM

এবার হয়েছে সন্ধ্যা, দিনের ব্যস্ততা গেছে চুকে
নির্বাক মাথাটি পাতি, এলায়ে পড়িব তব বুকে
কিশলয়, সবুজ পারুল
পৃথিবীতে ঘটনার ভুল
চিরদিন হবে
এবার সন্ধ্যায় তাকে শুদ্ধ ক'রে নেওয়া কি সম্ভবে?

তুমি ভালোবেসেছিলে সব
বিরহে বিখ্যাত অনুভব
তিলপরিমাণ
স্মৃতির গুঞ্জন—নাকি গান
আমার সর্বাঙ্গ করে ভর?
সারাদিন ভেঙেছো পাথর
পাহাড়ের কোলে
আষাঢ়ের বৃষ্টি শেষ হ'য়ে গেলো শালের জঙ্গলে

তবু নও ব্যথায় রাতুল
আমার সর্বাংশে হ'লো ভুল
একে একে
শ্রান্তিতে পড়েছি নুয়ে, সকলে বিদ্রূপভরে দ্যাখে

BANGLADARSHAN.COM

# কৃষ্ণচূড়ার পথ

কৃষ্ণচূড়ার পথ কি প্রয়াসে লাল
দূর হ’তে দেখি উড্ডীন তব শাল
বাতাস, নাকি ও সংশয়ে আলুথালু
প্রিয়তমা, পথে পড়েনি তো চোরাবালু?

কতদিন–তবু মনে হয়, গতমাস
প্রিয়তমা আজো ওঠেনি পথের ঘাস
সেদিন দুজনে কেবলি হেঁটেছি বনে
ফুল ঝরেছিলো পথে অনন্যমনে?

এখন সময় হয়েছে–সন্ধ্যাবেলা
ফাল্গুন খেলে চির পুরাতন খেলা
দূর হ’তে দেখি উড্ডীন তব শাল
কৃষ্ণচূড়ার পথ কি প্রয়াসে লাল?

BANGLADARSHAN.COM

# সেই ফেলে-আসা রুমাল

কালই তো তোমার কথা উঠেছিলো
তুমি নাকি শীতকালে কেবল বেড়াতে ভালোবাসো
তুমি চিরদিন নাকি ছিলে না এমন
শ্রাবণের মেঘ যবে ভরেছিলো শান্তিনিকেতন
তুমি ছিলে তোমার আড়ালে
হৃদয়-জড়ানো কার মাকড়সার জালে
তুমি ধরা পড়েছিলে নাকি
কোনোদিন?

এই তো সময় সব শেফালির বকুলের তোমার-আমার
চারিদিকে খুলে যায় দ্বার
সকলেই বলে 'এসো এসো'
কোনোদিকে যাবো না এবার
কোনোদিকে চোখ ফেরাবার
এবার সময় পাবো নাকো

BANGLADARSHAN.COM

গতবার ডিসেম্বরে তোমাদের গৃহস্থের-বাড়ির ভিতরে গিয়েছি ঢুকে
কত কথা বলেছি অবাধে
এবার তোমার অপরাধে
এবার সবার অপরাধে
একটি কথাও নয়
একটি কথাও যোগ্য নয়

তোমাকে বলেছি আমি—হৃদয়ের হ'লো অপচয়
তা ঠিক—কেননা সব জয়
গড়ে ওঠে ধ্বংসের উপরে
কে যেন কাহাকে জয় করে
স্পষ্টতর নয়—

এ-সবই অস্পষ্টভাবে জেনেছিলো তোমার হৃদয়!
তোমার হৃদয় আরো জানে
বেড়াবার ছলে সেই ফেলে-আসা রুমালের মানে॥

BANGLADARSHAN.COM

# রাষ্ট্রীয় আদেশ

তোমার কেবলি শুনি দাবি
‘খুঁজে দাও পুরাতন চাবি
মর্মতল থেকে–’
বাটির পিছন দিয়ে পথ গেছে বেঁকে
শালের জঙ্গল
প্রতিধ্বনি-মুখর চার্চ-হল
সে-সব পেরিয়ে বোরো-নদী
পথ গেছে আরো দূর দিগন্ত অবধি।
আমিও গিয়েছি বহুদিন
চাঁদ যেথা দিগন্তে বলীন
ম্রিয়মানা
সেখানে অঘ্রান মাসে আমিও দিয়েছি রাতে হানা
হঠাৎ শুনেছি ওই দাবি
‘খুঁজে দাও পুরাতন চাবি
মর্মতল থেকে–’
রাষ্ট্রীয় আদেশ ছিলো সে-করুণ আবেদন মেখে॥

BANGLADARSHAN.COM

# মনে পড়লো

মনে পড়লো, তোমায় পড়লো মনে
বাঁশি বাজলো হঠাৎই জংশনে
লেভেল-ক্রশিং–দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন
এখন তুমি পড়ছো কি হার্ট ক্রেন?

দেড়শো মাইল পেরিয়ে গেলাম কাছে
বললে তুমি, এমন করলে বাঁচে
ঐ সামান্য বিদ্যাদানের টাকা!
সত্যি, পকেট–ইঁদুর বাদে, ফাঁকা।

এমন সময়, বুদ্ধি দিলে ভারি
বলেছিলাম চাঁদের আড়াআড়ি
বললে, এইযে–রাখো তোমার কাছে
তোমার ছবি আমার বাক্সে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

মনে পড়লো, তোমায় পড়লো মনে
বাজলো বাঁশি হঠাৎই জংশনে
লেভেল-ক্রশিং–দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন
অনাবশ্যক, পড়ছো কি হার্ট ক্রেন?

# ভূতপ্রেত ছিলো কিংবা নারী

ওকে পথ থেকে ফিরিয়ে দিলো কে
ডেকে আন্ ফুলের স্তবকে
ওকে তোরা দুঃখ পেতে দে
নিষ্ফল না হয়–যেন বেঁধে।

ওকে তোরা রাজার বাগানে
নিয়ে যা, দুচোখে দিয়ে ধূলি
ওকে দে ঝর্ণার কলতানে
ধুয়ে নিতে মলিন অঙ্গুলি।

ওকে তোরা বসাস হৃদয়ে
আসন লাগে না ওর ভালো
ওকে গল্প বল্–পরাজয়ে
হয় না আপাদমাথা কালো।

BANGLADARSHAN.COM

অন্য কিছু আছে–তাহা কই?
সর্বত্র থাকে দীর্ঘ মই
সিঁড়ি ও স্বাচ্ছন্দ্য–ঘরবাড়ি
ভূতপ্রেত ছিলো কিংবা নারী॥

# মনে আমার

মনে আমার পড়লো বৃষ্টিপাতে
‘শকুন্তলা’—ছিলো তোমার হাতে
স্পর্শকাতর গান
তোমার জন্য গেয়েছি আপ্রাণ।

মনে আমার পড়লো জ্যোৎস্নারাতে
যখন তুমি দুলতে ব’সে ছাতে
ঈপ্সা-অবসান
তোমায় দেখা দেখেছি আপ্রাণ।

এখন তুমি কোথায় আছো জানি
ইচ্ছামতী, সুদূরে রাজধানী
এবং আছে ট্রেন
আমায় নিয়ে কেচ্ছা করে তীব্র অহিফেন॥

BANGLADARSHAN.COM

# সে

কাক ডাকে দুপুর রোদ্দুরে
ছায়া কি মাটিতে গর্ত খুঁড়ে
শুয়ে থাকে, হিজলের ডাল,
তোমাকে দেখি না কতকাল!

মুহূর্তে শতাব্দী ঘুরে যায়
এই জবা-সুপারি-ছায়ায়
চেয়ে থেকে, দেখি শুধু তাকে
যে-আজো দূরেই প'ড়ে থাকে॥

BANGLADARSHAN.COM

# স্বেচ্ছা

সকাল থেকে আমার ইচ্ছে
একধরনের সাহস দিচ্ছে
উড়ে না যাই
ভালো এবং মন্দ যতো
হয় না আমার মনোমতো
ওসামু দাজাই
অস্তগামী সূর্য দূরে,
হৃদয় মরে হৃদয়পুরে
দেহরে ঠাঁই
ভেবেছিলেন শোপেনহাওয়ার
হৃদয় থেকে কিচ্ছু পাওয়ার
সময়ই নাই
সকাল থেকে তাইতো ইচ্ছে
একধরনের সাহস দিচ্ছে
উড়ে না যাই!

BANGLADARSHAN.COM

# ফুটবল

ফুটবল খেলার শব্দ হয় উঁচু মাঠে
দূরের দিগন্ত আজো নীল
খেলোয়াড় খেলে যেন অনন্তের হাটে
উদ্‌ভ্রান্ত দর্শক–মারি ঢিল।
সশস্ত্র ফুটবল, তুই তৃপ্তি পেলি নাকি?
খেলায় হয়েছে রক্তপাত
কিংবা এ-রেখারিহারা খেলা আছে বাকি–
কেঁপে ওঠে রাতের করাত॥

BANGLADARSHAN.COM

# মন বলে

বস্তুত নেই নিমন্ত্রণের আশা
মন শুধু বলে: চাইবাসা চাইবাসা
ডাকবাংলোর দুয়ার গিয়েছে খুলে
মন, তুমি ফেরো একবার, পথ ভুলে
অরণ্য চরণিক
তুমি কাছে এসে দাঁড়ালে–দুয়ার দিক
কিংবা স্মৃতির পথরোধ করে টিলা
বলো তুমি–'আজো নাম নাকি ঊর্মিলা?'

বদল হয়েছে অনেক–নতুন বাড়ির
বদল হয়েছে সময় রাতের গাড়ির
সম্প্রীতি ঢাকে সার্থক নৈরাশা
মন তবু বলে: চাইবাসা চাইবাসা
'টুল্টু, আমার গোলাপ করেছো জড়ো
টুল্টু?...স্বপ্ন...তবু, সব চেয়ে বড়ো
এবার আমাকে গোলাপ দিতেই হবে...
ফিরে পালাবো না সান্তালী-উৎসবে।'

চৈত্রের দিনে ওড়ে তার কালো চুল
সেগুন-কাননে ফুটেছে শিমূল ফুল
কেন যে-ব্যাপক সাফল্য নিয়ে আসা?
মন বলে: চলো চাইবাসা চাইবাসা

সেখানে কে আছে? মন জানে, পাখি জানে
ঘরে-বন্দরে ঘুরে বেড়াবার মানে
সব পেয়ে সব হারানোর ভালোবাসা
আজো মন বলে: চাইবাসা চাইবাসা॥

BANGLADARSHAN.COM

# ভাসাই নদীতে নৌকা

ভাসাই নদীতে নৌকা
যাত্রী ওপারের
স্বচ্ছন্দে চলেছি ভেসে
নাহি পায় টের
এপারের বন্ধুজন
তারা নিশি-দিনই
বলেছে, ‘চঞ্চল তুমি–
যাত্রী ব’লে চিনি!’

BANGLADARSHAN.COM

# বনে বনে

বনে বনে ওঠে কলরোল তার কলরোল
বৃষ্টি পড়েছে পাতায়-শিকড়ে লাগে দোল
গাছের পড়োশি তুমি ক'রো শুধু করুণা
আড়ালে লুকিয়ে রেখো চঞ্চল বরুণা
মিছি দিকে-দিকে ডাকে তাহে মায়াহরিণী
কোনোদিন ঘর দুয়ার বন্ধ করি নি
বৃষ্টিতে গাছে-পাতায়-শিকড়ে লাগে দোল
বনে বনে ওঠে কলরোল তার কলরোল।
হৃদয়ে তারার চাষ করো তুমি সবুজে
শস্য না হোক, বৃথা ঘাস উঠে তবু যে
তার চঞ্চল পা দুখানি রাখে ধরিয়া
ভবিষ্যতের ভ্রমণ বন্ধ করিয়া
এই যে প্রকৃতি-বাঁধনে পড়েছে বাঁধা সে
বিদায় বিদায়—ফিরে আর কভু সে আসে?
বৃষ্টি পড়েছে পাতায়-শিকড়ে লাগে দোল
বনে বনে ওঠে কলরোল শুধু কলরোল॥

BANGLADARSHAN.COM

# ব্লীডিং হার্ট

কৃষ্ণচূড়ায় এখনো ফোটে নি ফুল
হৃদয় ছিলো কি অকাট্য নির্ভুল
পায়ে পায়ে ভাঙে যেখানে পাতার রাশি
শব্দ সেখানে ওঠে নি কি ‘ভালোবাসি?’

কে তার খবর রেখেছে শহরে-গ্রামে
ডিসেম্বরের বৃষ্টিও যদি নামে
অকালে সকাল হয় যদি কোনোদিন
ভাঁড়ারে মানুষ খুঁজে মরে দূরবীন!

সহস্রার বাঁশি এখানে পশে না কানে
গর্জন, জানি সমুদ্রে-শাম্পানে
স্বাভাবিক–তবু অপরাজিতার কাছে
বিদেশি মানুষ বারবার ফিরে আসে!

BANGLADARSHAN.COM

সোনার খাঁচার পাখি কি সোনায় খুশি?
দ্বার খোলো, কিবা মারো তাকে আলকুশি
মুক্তির দূত, বুকে রেখো স্মৃতি তারই
জলের কলস কোন জলে হ’লো ভারি?
কৃষ্ণচূড়ায় এখনো ফোটে নি ফুল
সময় হয় নি তাই এত নির্ভুল
এ-দেশের গাড়ি–দুঃখ পেয়েছি কত
স্টেশন ছেড়েছি স্বদেশ ছাড়ার মতো!

# নূতন ক’রে কি বাঁচা সম্ভব হবে?

বসতি আমার ছিলো দক্ষিণ গাঁয়ে
ভাঙা দেউলের পাশে
আজ নির্জনে সমগ্র ভেসে আসে
বরবধূ চলে ময়ূরপঙ্খী নায়ে
বসতি আমার ছিলো দক্ষিণ গাঁয়ে।

পুবেও গিয়েছি পশ্চিমে ছিলো বাসা–
ধানের মরাই ছিলো না কি ঘরে-ঘরে?
কার কাছে রেখে গচ্ছিত ভালোবাসা
পরান আমার প্রাঙ্গণে কেঁদে মরে।

নূতন ক’রে কি বাঁচা সম্ভব হবে
বারোমাস্যার গানে
দুঃখ-সুখের প্রয়াণ বর্তমানে–
শুধু বেঁচে থাকা, হেসে-ভেসে উৎসবে
নূতন ক’রে কি বাঁচা সম্ভব হবে?

BANGLADARSHAN.COM

# স্বার্থ

চেতনার বাঁধা পাখি নীড় ভেঙে গড়ে
জ্যোৎস্নায় ব্যস্ততা তার ভারি
এ-নতুন বাসা যেন প্রকৃষ্ট পাথরে
গড়েছে তিস্তারই আড়াআড়ি।
‘তবুও পুরোনো বাসা ভালো ছিলো’—মনে হয় তার
কেননা, সেখানে তার নারী
শেষ হাসি হেসে যেন, মনে হয়, স্বার্থ বিয়োবার
করেছে প্রচেষ্টা তাড়াতাড়ি॥

BANGLADARSHAN.COM

# যখন বৃষ্টি নামলো

বুকের মধ্যে বৃষ্টি নামে, নৌকা টলোমলো
কূল ছেড়ে আজ অকূলে যাই এমনও সম্বল
নেই নিকটে—হয়তো ছিলো বৃষ্টি আসার আগে
চলচ্ছক্তিহীন হয়েছি, তাই কি মনে জাগে
পড়োবাড়ির স্মৃতি? আমার স্বপ্নে-মেশা দিনও?
চলচ্ছক্তিহীন হয়েছি, চলচ্ছক্তিহীন।

বৃষ্টি নামলো যখন আমি উঠান পানে একা
দৌড়ে গিয়ে, ভেবেছিলাম তোমার পাবো দেখা
হয়তো মেঘে-বৃষ্টিতে বা শিউলিগাছের তলে
আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছো আকাশ-ছেঁচা জলে
কিন্তু তুমি নেই বাহিরে—অন্তরে মেঘ করে
ভারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে!

BANGLADARSHAN.COM

# মালির একান্ত প্রয়োজন

ডালপালা কেটে আমি রাখি এ-জীবন
মালির অত্যন্ত প্রয়োজন
মালির একান্ত প্রয়োজন
কাঁটাগাছে
কেবল জীবনই ভ'রে আছে
অন্য কিছু নয়
অন্য কিছু হ'লে পরে জীবনের হ'তো পরাজয়।
শুধু থেকে-থেকে
যে-উৎফুল্ল শাখা গেছে বেঁকে
তাকে করা সংযত শরীরে
অটল যেমন চাঁদ জেগে থাকে মেঘেদের ভিড়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

# অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে

দেয়ালির আলো মেখে নক্ষত্র গিয়েছে পুড়ে কাল সারারাত
কাল সারারাত তার পাখা ঝ'রে পড়েছে বাতাসে
চরের বালিতে তাকে চিকিচিকি মাছের মতন মনে হয়
মনে হয় হৃদয়ের আলো পেলে সে উজ্জ্বল হ'তো।
সারারাত ধ'রে তার পাখা-খসা শব্দ আসে কানে
মনে হয় দূর হ'তে নক্ষত্রের তামাম উইল
উলোট-পালোট হ'য়ে পড়ে আছে আমার বাগানে।

এবার তোমাকে নিয়ে যাবো আমি নক্ষত্র-খামারে নবান্নের দিন।
পৃথিবীর সমস্ত রঙিন
পর্দাগুলি নিয়ে যাবো, নিয়ে যাবো শেফালির চারা
গোলাবাড়ি থেকে কিছু দূরে রবে সূর্যমুখী-পাড়া
এবার তোমাকে নিয়ে যাবো আমি নক্ষত্র-খামারে নবান্নের দিন।

BANGLADARSHAN.COM

যদি কোনো পৃথিবীর কিশলয়ে বেসে থাকো ভালো
যদি কোনো আন্তরিক পর্যটনে জানালার আলো
দেখে যেতে চেয়ে থাকো, তাহাদের ঘরের ভিতরে–
আমাকে যাবার আগে বলো তা-ও, নেবো সঙ্গে ক'রে।

ভুলে যেয়োনাক' তুমি আমাদের উঠানের কাছে
অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে

# কার পদধ্বনি

বৃষ্টিতে প্রাঞ্জল হ’য়ে আসে
নভোলীন দুয়ার-প্রান্তর
মনে পড়ে দূর পরবাসে
নদীতীরে ভিন্ন বাড়ি-ঘর
আমাদের উঠানে শেফালি
দিনরাত ঝ’রে পড়ে খালি
কার পদধ্বনি ভিজে ঘাসে
বৃষ্টিতে প্রাঞ্জল হ’য়ে আসে?

BANGLADARSHAN.COM

# ছুটি ছুটি একান্তই ছুটি

চেতনা মেঘের মতো ভাসে
দিন যায়–সন্ধ্যা নেমে আসে
জেগে থাকে করতল মুঠি
ছুটি ছুটি একান্তই ছুটি।

এবার বর্ষার জলধারে
সমতল ছেড়েও পাহাড়ে
যাই নি–যাবো না কোনদিনও
হৃদয় আকণ্ঠ বৃষ্টিহীন।

তুমি থাকো, তুমি থাকো কাছে
বাঁচার দ্যোতনা তবে আছে
মৃত্যুতে যন্ত্রণা কত দামি
সে-বোধে আচ্ছন্ন তুমি-আমি।

BANGLADARSHAN.COM

চেতনা মেঘের মতো ভাসে
দিন যায়–সন্ধ্যা নেমে আসে
জেগে থাকে করতল মুঠি
ছুটি ছুটি একান্তই ছুটি!

# প্রেম

অবশ্য রোদ্দুরে তাকে রাখবো না আর
ভিন্‌দেশি গাছপালার ছায়ায় ঢাকবে না আর
তাকে শুধুই বইবো বুকের গোপন ঘরে
তার পরিচয়? মনে পড়ে মনেই পড়ে।
চিরটাকাল সঙ্গে আছে–জড়িয়ে লতা
শাখার, বাহুর নিমন্ত্রণকে ব্যাপকতা
বলার সময় হয় নি আজো ক্ষেমংকরে–
তার পরিচয়? মনে পড়ে মনেই পড়ে।
গোপন রাখলে থাকবে না আর–বাইরে যাবে
পারলে হৃদয় দুর্বলতা দেশ জ্বালাবে
মিছেই আমার জব্দ করে
তার পরিচয়? মনে পড়ে মনেই পড়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

# যাকে চেয়েছিলাম তাকে

যাকে চেয়েছিলাম তাকে পেলাম না
যে-ঘাট ছাড়ে নৌকা তাতে গেলাম না
কপাল আমার মন্দ তাতে সন্দেহ কি
চোখ বুজলে প্রিয় কেবল তোমায় দেখি।
ফুল গাছে জল দিলাম তাতে ধরেছে ফল
যে-ঘরে পৌঁছুলাম দেখি ভাঙা আগল
অমূল্য রাখবো না ব'লেই গেলাম না
যাকে চেয়েছিলাম তাকে পেলাম না।
সারা জীবন সন্ধে-সকাল ক'রেও ফাঁকি
কপাল আমার মন্দ তাতে সন্দেহ কি
প্রিয়কে পথ দিয়েও বুঝি দিলাম না
যাকে চেয়েছিলাম তাকে পেলাম না!

BANGLADARSHAN.COM

# দুই বাংলাই রইলো না কাছাকাছি

নদী থেকে নদী পার হতে ভয় লাগে
কে জানে কোথায় দ্বীপের বসতি জাগে
বলে–‘এসো আমি বহুদিন ব’সে আছি।’

গ্রাম থেকে গ্রাম পার হ’তে ভয় লাগে
হয়তো বিদেশি যায় নি সেখানে আগে
সুতরাং, ‘থাকো, যেভাবে আমরা আছি।’

নিজেদেরই দেশে থাকি না, পালাই দূরে
কে আর শূন্য ভাঁড়ার দু-হাতে খুঁড়ে
দেখবে রয়েছে স্মৃতি জুড়ে মৌমাছি!

সাহস গিয়েছে, সব কিছু গেছে দূরে
কে রাখবে বলো চিরকাল বুকে জুড়ে–
দুই বাংলাই রইলো না কাছাকাছি!

BANGLADARSHAN.COM

# দুয়ার খুলে দাও, প্রহরী–

হৃদয়ে ছিলে জেগে, দেখে কি কালো মেঘে
উতলা হ'লো আজি শ্রাবণ-বারিধারা
তোমারই কানে সখি সে শুধু কহিল কি
'দুয়ার খুলে দাও, প্রহরী–আছে তাড়া?'
হৃদয়ে ছিলে জেগে দেখে কি কালো মেঘে
উতলা হ'লো আজি শ্রাবণ-বারিধারা?

আমার অগোছালো হৃদয়ে তুমি জ্বালো
গঠন-রীতি চাই–বাসনা দিনযামী
বনের মাঝে বসি মনেরে করি দোষী
ভুবন ভেসে গেলে তবু কি ভাসি আমি?
আমার আগোছালো হৃদয়ে তুমি জ্বালে
গঠন-রীতি চাই–বাসনা দিনযামী।

BANGLADARSHAN.COM

হৃদয়-নদী তীরে সে ডাকে ফিরে ফিরে
'দুয়ার খুলে দাও, প্রহরী–আছে তাড়া'
বাহিরে ঝড় থেকে দু-হাতে আছি ঢেকে
প্লাবন আনে বুঝি শ্রাবণ-বারিধারা?
হৃদয়-নদীতীরে সে ডাকে ফিরে ফিরে
'দুয়ার খুলে দাও, প্রহরী–আছে তাড়া।'

# ফাঁদের মতো প্রেম

অন্ধকারে মাঝে মাঝে পা ফেলেছি ঠিক
হৃদয় গিয়েছে বেঁচে, শুধু দুটি দিক–
পাঁজরের খাঁচা গেছে, পাখি মাঝখানে
নীরবে রয়েছে বেঁচে–কী ভাবে, কে জানে?

অন্ধকারে থাকা চাই–সেখানে সম্ভব
গোপনের ভেসে-আসা, স্রোতে অনুভব
মেখে শুধু দেওয়া, শুধু ফিরে পাওয়া নয়
খাঁচার ভিতরে ছিলো এমনি সঞ্চয়!

এখন সঞ্চয় গেছে, খাঁচা গেছে ব'সে
পুরাতন পাখি, তারই হৃদয়ের দোষে
গিয়েছে সর্বস্ব–তবু আছে কিছু আছে
অব্যর্থ, ফাঁদের মতো প্রেম, দূরে-কাছে!

BANGLADARSHAN.COM

# অন্ধকারের বন্ধনে

অন্ধকারের বন্ধনে ভয় আমার আছে
আলোক চাইতে তোমার কাছে
যেতে হবেই বিড়ম্বনা
হয়তো তখন রইবে হাতে আলোক মাত্র একটি কণা।

তোমাকে দোষ দেওয়ার অর্থ অন্যতরো
কথায় কথা করবে জড়ো
আভাসে কি
স্পষ্টভাষায় তিরস্কৃত করবে নাকি?

দোষ তো আমার
আঁধার থেকে হঠাৎ নামার
মুহূর্তে কে
অন্ধকারের বন্ধনে যায় আপনি ঢেকে?

BANGLADARSHAN.COM

মূর্খ আমি–চিরটাকাল করেছি ভুল
তাইতো আমার বাগানে ফুল
ফুটতে গিয়ে ঝরলো নিচে
যাবার কথা সামনে–শুধুই চলছি পিছে!

॥সমাপ্ত॥